www.xtrapapers.com

Cambridge O Level

Cambridge International Examinations
Cambridge Ordinary Level

BENGALI **3204/02**

Paper 2 Language Usage and Comprehension **May/June 2018**

1 hour 30 minutes

INSERT

4235970812-I

READ THESE INSTRUCTIONS FIRST

This Insert contains the reading passages for use with the Question Paper.

You may annotate this Insert and use the blank spaces for planning.
This Insert is **not** assessed by the Examiner.

DC (LK) 150181/4
© UCLES 2018

CAMBRIDGE International Examinations

[Turn over

www.xtrapapers.com

নিবন্ধ 1

এই নিবন্ধটি পড়ে প্রশ্নপত্রের 26 থেকে 32 নম্বর প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও।

অজেয় অজয়

ক্রিকেটবিশ্বের এক কিংবদন্তী অজয় সেনশর্মা। বিস্ময় বালক অজয় সেই কৈশোর থেকেই তাঁর ব্যাটের জাদুতে সৃষ্টি করেছেন এক ইন্দ্রজাল যা বিস্মিত ও বিমুগ্ধ করে রেখেছিল বিশ্ববাসীকে। বাইশ গজের মধ্যে নিজের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে তিনি ছিলেন নিবেদিতপ্রাণ। ক্রিকেটই ছিল তাঁর একমাত্র ধ্যান-জ্ঞান। ক্রিকেটের প্রতি তাঁর এই অখণ্ড প্রেম তাঁকে পৌঁছে দিয়েছিল সাফল্যের একেবারে চূড়ায়। একের পর এক সাফল্যের জয়মুকুট ক্রিকেট ইতিহাসে তৈরি করেছে এক নতুন অধ্যায় এবং তাঁর খেলার ধ্রুপদী ভঙ্গিমাকে করেছিল আরও সমৃদ্ধ।

বাংলার একটি সাধারণ পরিবারে তাঁর জন্ম। ক্রিকেটের প্রতি তাঁর তেমন অনুরাগ ছিল না। ছোটবেলায় ভীষণ লাজুক এবং নম্র স্বভাবের ছিলেন বলে স্কুলে অনেকেই তাঁকে নানাভাবে উত্যক্ত করত। পড়াশোনার চেয়ে খেলাধূলায় তাঁর ঝোঁক বেশি দেখে বাবা তাঁকে রঞ্জুদার ফুটবল ক্লাবে ভর্তি করে দিয়েছিলেন। তখন তাঁর বয়স মাত্র এগারো বছর। ফুটবল খেলতে গিয়ে পায়ে ভীষণ চোট পেয়ে অসুস্থ হওয়াতে ক্রিকেটপাগল বড় ভাই বিজয়ের সঙ্গে গেলেন সিধু মালহোত্রার ক্রিকেট ক্লাবে। ওখানেই তাঁর ক্রিকেটে হাতে খড়ি হল। ক্রিকেটের প্রতি ভালো না লাগা তাঁকে বারবারই অমনোযোগী করে তুলছিল। দাদা বিজয়ের পরম স্নেহে-সাহচর্যে ও সিধুদার কড়া অনুশাসনে একাগ্রচিত্তে টানা কয়েকবছর চালিয়ে গেলেন সকাল-বিকেল কঠোর অনুশীলন।

মাত্র ১৫ বছর বয়সে স্কুলে পড়ার সময়ই ঘরোয়া ক্রিকেটে পর পর লম্বা রানের রেকর্ড অজয়কে খুব সহজেই জায়গা করে দেয় জাতীয় ক্রিকেটমঞ্চে। ভারতের চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী পাকিস্তানের বিরুদ্ধে প্রথম আন্তর্জাতিক টেস্ট খেলতে নামলেন মুম্বাইয়ের ওয়াংখেড়ে স্টেডিয়ামে। সবাই খুব চিন্তিত ছিল ছোটখাটো চেহারার ছেলেটা পারবে তো আগ্রাসী ফাস্ট বোলারদের মোকাবিলা করতে? প্রবল জেদ আর একান্ত ক্রিকেটনিষ্ঠায় বেশি রান না পেলেও সহজে হার মানেননি। পরের বছরই অস্ট্রেলিয়ার মাঠে তাঁর ব্যাটিং শৈলীর জন্য প্রচুর প্রশংসা কুড়োলেন।

প্রখ্যাত ব্যাটসম্যান সোমনাথ মিত্রকে আদর্শ হিসেবে সামনে রেখেই শুরু হয়েছিল তাঁর পথ চলা। তাঁর অনেক প্রভাবই পড়েছিল অজয়ের খেলায়। তাঁদের মধ্যে মিলও ছিল অনেক। তাঁরা দু'জনেই ছিলেন স্বল্পভাষী ও বিনয়ী। প্রবল চাপের মুখে পিচে নিজেকে টিকিয়ে রাখতে তাঁদের কোনো জুড়ি ছিল না। সোমনাথের মতো আক্রমণাত্মক ভঙ্গিতেই খেলতে তিনি পছন্দ করতেন। সোমনাথও অজয়কে খুব ভালবাসতেন, তাঁর নিজের একটা ব্যাট তাঁকে উপহার দেন। তাঁর জীবনের প্রথম আন্তর্জাতিক ম্যাচে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে ঐ ব্যাট নিয়েই তিনি খেলতে নেমেছিলেন। সম্মান, প্রতিষ্ঠা বা অর্থ তাঁদের কৃতিত্বের মশালকে একটুও নিষ্প্রভ করতে পারেনি।

এই ক্রিকেটনিষ্ঠ ও অত্যন্ত বিনয়ী ক্রিকেট জাদুকরের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেন বিশ্বের বিখ্যাত ক্রিকেটারেরা। দেশের সর্বোচ্চ নাগরিক সম্মান থেকে শুরু করে বিদেশের বহু সম্মানেই আজ তিনি সম্মানিত। সর্বকালের সেরা হিসেবে তিনি আজ বিশ্ববন্দিত কেবল তাঁর পর্বতপ্রমাণ রেকর্ড দিয়ে নয়, বরং তাঁর অক্লান্ত ব্যাটে নিজস্ব ভঙ্গিমায় খেলে ক্রিকেটপ্রেমীদের দীর্ঘদিন আনন্দ জুগিয়ে যাওয়ার জন্য। ক্রিকেটমগ্নতা কখনওই তাঁকে মানসিকভাবে বা শারীরিকভাবে ক্লান্ত করে ফেলেনি। দীর্ঘদিন তাঁর একইভাবে খেলতে পারার নজিরও ক্রিকেট ইতিহাসে বিরল।

তিনি যেমন ক্রিকেটে নিজেকে উৎসর্গ করেছেন, ক্রিকেটও তাঁকে দিয়েছে অঢেল। তাঁর ক্রিকেটময় জীবন থেকে একের পর এক অনেক নুড়িই তিনি কুড়িয়েছেন। একদিনের ম্যাচে ও আন্তর্জাতিক টেস্ট ম্যাচে সর্বাধিক শতরান, সর্বাধিক টেস্ট ম্যাচ খেলা বা সেরার সেরা হওয়ার মতো অনেক কৃতিত্বই তাঁকে তারকা থেকে মহাতারকা বানিয়েছে। সাফল্যের ধারাবাহিকতা, ক্রিকেট জীবনে ব্যাপকতম প্রতিষ্ঠা তাঁর ক্রিকেটপ্রেমকে এতটুকু ম্লান করেনি বরং তিনি তৈরি করলেন ক্রিকেট ইতিহাসে এক নতুন মানদণ্ড, সেখানে তাঁর তুলনা বোধহয় তিনি নিজেই।

© UCLES 2018

www.xtrapapers.com

নিবন্ধ 2

এই নিবন্ধটি পড়ে প্রশ্নপত্রের 33 থেকে 43 নম্বর প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও।

সুন্দরীর বন সুন্দরবন

খুব ভোরেই রওনা দিলাম সুন্দরবনের উদ্দেশ্যে। ছোটবেলা থেকেই এই জঙ্গলের প্রতি আমার নিদারুণ প্রেম কেননা মায়ের মুখে শুনে এসেছি এই ঘন জঙ্গলের সবুজের খাঁজে খাঁজে লুকিয়ে থাকে আতঙ্ক! নদী-নালা-খাঁড়ির বাঁকে বাঁকে ঝুলে থাকে অপার বিস্ময়ের হাতছানি! শান্ত খাঁড়ির জলে ওৎ পাতা কুমিরের ভয়াল থাবার বা রয়্যাল বেঙ্গল টাইগারের ত্রাসে ও রহস্যের আবরণে এখানকার আকাশ-বাতাস ভারি হয়ে থাকে। এইসব রহস্য-রোমাঞ্চ উদঘাটনের আদিম টানেই আমি বার বার ফিরে আসি।

গঙ্গা, ব্রহ্মপুত্র ও মেঘনা নদীর মোহনায় দুই বাংলার ব-দ্বীপ অঞ্চলের বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে সুন্দরী গরান জাতীয় অজস্র গাছের জঙ্গলকে নিয়েই সুন্দরবন। শত শত দ্বীপের মধ্যেই এই অরণ্যের বিস্তার বলে সমুদ্র, নদী, নালা ও খাঁড়ি আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে এই বিশাল অরণ্যকে করেছে বিশিষ্ট। রয়্যাল বেঙ্গল টাইগারের মতো বিরল প্রজাতির স্বচ্ছন্দ বিচরণে এই অরণ্য হয়ে উঠেছে অনন্য। এছাড়াও নানান জাতের দুর্লভ গাছ ও হিংস্র বন্যপ্রাণীর উপস্থিতি এই বনকে করে তুলেছে যেমন সুন্দরী তেমনই ভয়ঙ্কর। গা ছমছমে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য ও প্রাণীকুলের বৈচিত্র্য খুব স্বভাবতই পৃথিবীর এই বৃহত্তম ম্যানগ্রোভ অরণ্যকে করেছে অদ্বিতীয়।

এই অরণ্যের এধরনের ব্যতিক্রমী ভৌগোলিক অবস্থান শুধুমাত্র মূল স্থলভূমিকে সামুদ্রিক জোয়ার ও ঝড়ঝঞ্ঝা থেকে আড়াল করেছে না, ক্রমাগত রোধ করে যাচ্ছে সমুদ্রতটের দ্রুত অবক্ষয়ও। ব্যতিক্রমী অবস্থানের কারণে মাঝেমধ্যেই আবহাওয়াতে অস্থিরতা আসে, ফলে প্রতিনিয়তই বদলে যাচ্ছে বনাঞ্চলের প্রকৃতি ও আকৃতি। জলে-স্থলে সৃষ্টি হয়ে চলেছে জীবকুলের বিরল বৈচিত্র্য যা বনজ সম্পদকে সমৃদ্ধ করছে ব্যাপকভাবে। জীবকুলের এই বিপুল সম্ভারে খাদ্য-খাদক সম্পর্কের মাধ্যমে প্রাকৃতিক ভারসাম্য রাখতে বিশাল অরণ্যের অবদান কম নয়।

জীপ থেকে নেমেই ভটভটি লঞ্চে চেপে নদী-নালার মজার এক গোলোক ধাঁধায় ঘন সবুজের বুক চিরে যেতে যেতে অনুভব করলাম অরণ্যের চারপাশের অসামান্য প্রাকৃতিক সৌন্দর্য ও ভয়ঙ্করতা কীভাবে আমাদেরকে গ্রাস করে ফেলছে। কোথাও আমাদের মাথার উপরে স্বচ্ছ নীল আকাশ রোদের সোনা ঝরিয়ে সারি দেওয়া সুন্দরী ও গরানের বনকে করেছে আরও বিস্তৃত, আবার কোথাও আকাশ মুখ লুকিয়ে রেখেছে সবুজের চাদরে। নিরিবিলি নিঝুম প্রকৃতিতে শান্ত নদী-নালার ঘোলা জলে রোদের ঝিলিমিলি বা গাছের পাতার ফাঁকে ফাঁকে বয়ে যাওয়া বাতাসের শিরশিরানি আমাদের মনকে কেবলই শিহরিত করছিল। গহন বনের আনাচে কানাচেগুলোও জানা-অজানা ফুলের সৌরভে আর দুর্লভ অর্কিডের বাহারে শোভিত দেখে আমরা বারবারই বিস্মিত হচ্ছিলাম।

খাঁড়ির পার্শ্ববর্তী কাদামাটিতে সপরিবারে কর্দমাক্ত কুমিরের রৌদ্রস্নান এবং নিরীহ চিতল হরিণের চকিত পলায়ন কিংবা বনবিড়ালের খুনসুটি আমাদের দৃষ্টি এড়াল না। জলে পানকৌড়ি বা আমাদের মাথার উপর যাযাবর পাখির সমবেত উড়াল প্রায়ই ভঙ্গ করছিল বনের গা ছমছমে নীরবতা। গাছে গাছে বানরের সংকেতবাহী সমবেত কিচিরমিচির, পাখপাখালির দ্রুত পাখা ঝাপটানি ও কলকোলাহল আমাদের মনকে কেবলই তটস্থ করে তুলছিল।

রয়্যাল বেঙ্গল টাইগারের একমাত্র চারণভূমি এই জলাজঙ্গল। এরা ত্রাসের সঞ্চার করে গহীন বনের সবুজের ছায়ায় ছায়ায়, আবার কখনও তির তির করে বয়ে যাওয়া শান্ত নদীতে। যেমন এরা দীর্ঘদেহী তেমনই ক্ষিপ্র এদের গতি। জলে ও ডাঙায় সমানভাবে স্বচ্ছন্দ হওয়ায় শিকার ধরতে এরা অতি সুপটু। এদের করাল থাবায় বিপর্যস্ত হয় স্থানীয় মানুষের জীবনযাপন। দিনভর বাঘ দেখার কৌতূহল থাকলেও আমরা কেবল বাঘের পায়ের ছাপই দেখতে পেলাম। টেরও পেলাম না রোদ্দুর কখন যে বকের পাখায় ভর দিয়ে দিগন্তে হেলে পড়ল, এবার ফেরার পালা।

© UCLES 2018

www.xtrapapers.com

BLANK PAGE

Permission to reproduce items where third-party owned material protected by copyright is included has been sought and cleared where possible. Every reasonable effort has been made by the publisher (UCLES) to trace copyright holders, but if any items requiring clearance have unwittingly been included, the publisher will be pleased to make amends at the earliest possible opportunity.

To avoid the issue of disclosure of answer-related information to candidates, all copyright acknowledgements are reproduced online in the Cambridge International Examinations Copyright Acknowledgements Booklet. This is produced for each series of examinations and is freely available to download at www.cie.org.uk after the live examination series.

Cambridge International Examinations is part of the Cambridge Assessment Group. Cambridge Assessment is the brand name of University of Cambridge Local Examinations Syndicate (UCLES), which is itself a department of the University of Cambridge.

© UCLES 2018